49

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16-MAR. 1996 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১০

শিক্ষাবর্ষের ৩য় মাসেও স্কুলে ক্লাস শুরু হয়নি ঃ অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

শরীফ আলমাজী ঃ শিক্ষাবর্ষের তিন মাস পার হতে চলেছে; এখনও পর্যন্ত রাজধানীর কোন স্কুলে ক্লাস শুরু হতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীর কারণে স্কুলগুলোতে চলছে অঘোষিত বন্ধ। গৃহবন্দী হয়ে আছে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোররা।

এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে নির্ধারিত সিলেবাস শেষ করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা নেয়াও সম্ভব হবে না। অনভিপ্রেত এ সংকট শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজকে মারাত্মক উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

রাজধানীর নামী একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, আমরা প্রতি মাসে ছাত্রছাত্রীদের মাসিক পরীক্ষা নিতাম। বারো মাসে বারোটি পরীক্ষার গড় করে ছাত্রছাত্রীদের ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়া হয়। এ বছর প্রথম তিন মাস কোন পরীক্ষাতো দূরের কথা, ক্লাসই শুরু করতে পারলাম না। ষান্মাসিক পরীক্ষাও নিতে পারবো কিনা জানি না।

কঠোর আইনকানুন মেনে চলা একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান: আমরা পরিস্থিতির শিকার। নিয়মকানুন রক্ষা করাতো দূরের কথা, যে অবস্থা চলছে তাতে সিলেবাস শুরু করবো কবে? শেষই বা করা যাবে কখন? এ অনিশ্চয়তা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

রাজধানীর একটি বিখ্যাত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, বাসায় লেখাপড়া আর স্কুলে লেখাপড়ার মাঝে পার্থক্য প্রচুর। বাসায় পড়েই যদি সব হতো, তবে স্কুলের প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু এখন যা অবস্থা দেখছি, ছাত্রছাত্রীদের না পড়িয়ে টিউশন ফি নিতেও বিবেকে বাধে। কিন্তু উপায় নেই। কি করবো?

অপর এক স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষিকা জানান, এ অবস্থায় কি করে একজন ছাত্রকে স্কুলে আসতে বলি? ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা কে দেবে? স্কুল থেকে তারা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা, কেউ জানে না।

বেশ কিছু অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—এরাও দুঃসহ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একজন অভিভাবক জানান, মাসে মাসে মোটা অংকের বেতন দিচ্ছি অথচ ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারছি না।

একজন গৃহিণী জানান, ছেলেকে পড়াই ঠিক। কিন্তু আগের মত পড়াতে পারি না।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষাবর্ষের ৩য় মাসেও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্কুল খোলা থাকলে লেখাপড়ার একটা চাপ থাকে। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকে। বাসায় তা হয় না। সম্ভবও নয়।

একজন মনোবিজ্ঞানী জানান, দীর্ঘ এই আন্দোলনের ফলে সবচে বেশী ক্ষতি হচ্ছে শিশু-কিশোরদের। শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা।

তিনি বলেন, শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক এই অস্থিরতার জন্য শিশু-কিশোররা শুধু শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে না; তারা হয়ে পড়ছে গৃহবন্দী। ফলে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, মনন ও মেধার বিকাশও হচ্ছে ব্যাহত। শিশু-কিশোরদের এই ক্ষতি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়েও ভয়াবহ।

একজন মা জানান, ছেলেকে নতুন ক্লাসের বই কিনে দিয়েছেন দু'মাস হয়। ছেলে যখন প্রশ্ন করে, মা, স্কুলে যাবো কবে? জবাব খুঁজে পাই না। কিছুই বলতে পারি না।